পাঠক ফোরাম

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা

ভারতে সর্ববৃহৎ ধর্মীয় দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছিলো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়াত কবি আবদুর রহমান লিখেছিলেন- 'আমি মুসলিম, তুমি হিন্দু, শুধু এই জন্ম দোষে/আমি পড়িয়াছি হিন্দুর কোপে, তুমি মুসলিম রোষে।' ভারতবর্ষ ভেঙে হয়েছে তিন টুকরো। মানচিত্র ফেটে রক্ত বেরুলো ইতিহাসের। জন্ম নিলো স্বাধীন বাংলাদেশ। এক এক করে স্বাধীনতার বয়স ত্রিশ পেরুলো। আমরা এগুইনি, এগুতে পারিনি। থেকে গেছি উষর অরণ্যের ধূসর তিমিরে। আদিম গুহবাসীদের মতো অনর্থক আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছি আমরা। কবির উপরোল্লিখিত পঙ্‌ক্তি দু'টিকে সামান্য পরিবর্তন করে যদি এভাবে লিখি- 'আমি খালেদা, তুমি হাসিনা, শুধু এই সাপোর্টের দোষে/ আমি পড়েছি হাসিনার কোপে, তুমি যে খালেদার রোষে।' প্রিয় পাঠক, খুব কি বেমানান হলো? আমাদের অসুস্থ রাজনীতি আর রাজনীতির 'বান্দর'গণ পুরো জাতিকে কোন অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে? আমাদের অতীত হতাশার, ঘোলাটে বর্তমান আর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কোথায় দাঁড়াবো? রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় আমরা বন্য শ্বাপদের চেয়ে হিংস্র। আলোকিত সভ্যতাকে আমরা ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। আর অসভ্যতাকে বুকে ধারণ করে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় নিমগ্ন। অনিশ্চিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আমাদের শোভাযাত্রার সমাপ্তি কবে হবে?

বদরুল বোরহান, টোকিও, জাপান

ফায়ার

কোনো বিষয়ে পথচলা শুরু করাটাই কঠিন। শুরু হয়ে গেলে তা থামানো আরো কঠিন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সিনেমা রিভিউয়ে প্রকাশিত এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে বলতে চাই 'ফায়ার' চলচ্চিত্র অঙ্গনে অশ্লীলতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তা নেভাবে কে? অশ্লীলতায় 'ফায়ার' সব ছবিকে অতিক্রম করেছে। 'ফায়ার'-এর সাফল্যের পর অনেক পরিচালকই ফায়ারের আদলে ছবি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। 'ফায়ার' ছবি যখন মুক্তি দিয়েছে তখন এ ধরনের অসংখ্য ছবি নির্মিত হলে তখন সেন্সর বোর্ড কি করবে? দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে যখন অশ্লীলতা কমে এসেছে, সুস্থ ছবি নির্মিত হতে শুরু করেছে ঠিক তখনই এ ধরনের ছবি মুক্তি আবার চলচ্চিত্র অঙ্গনকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যাচ্ছে। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এখনই সচেতন মহল, সুধী সমাজ সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

শহিদুল হোসেন সুমন
নিহারীকা, চান্দনা, গাজীপুর

কাক-কোকিল এবং অন্যান্য

গত সংসদ নির্বাচনে এ দেশের মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল। ভেবেছিল বিজয়ীরা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে আওয়ামী সরকারের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক হবে। জোটনেত্রী খালেদা জিয়া স্বপ্ন দেখিয়েছেন সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের। অথচ

জোট সরকার ক্ষমতায় গিয়ে ক্রমেই বদলে যেতে থাকে, ভুলে যেতে থাকে জনগণের কথা। সরকারের ক্ষমতার দাপটে সারা দেশে আজ এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিশ্লেষণ ও প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজার কাক-কোকিল তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ।

সাইদুর রহিম
টঙ্গী স্টেশন রোড, গাজীপুর

ওদের বয়স বাড়ে না

দুপুরে কিংবা রাতে খাবার সময় হলেই আমরা হলের ডাইনিংয়ে খেতে যাই। ডাইনিংয়ে 'বয়' হিসেবে কাজ করে সজীব এবং মজনু। বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রথম বর্ষের নতুন ছাত্র থেকে শুরু করে মাস্টার্সের ছাত্ররাও ওদেরকে 'এই মজনু, এই সজীব এটা দে, ওটা দে' এভাবে হুকুম করে। ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ১৮তম ব্যাচের ছাত্ররাও তাকে বা তাদেরকে নাম ধরে ডাকত আর আজ ৩১তম ব্যাচের ছাত্ররাও নাম ধরে ডাকে। অর্থাৎ এই ১৩ বছরে মজনু, সজীবরা আমাদের চোখে মোটেই বড় হয়নি। কোথায় যেন একটি কবিতা বা ছড়া পড়েছিলাম, 'বয় চিরকাল বয়ই থাকে, তা বয়স ত্রিশ কিংবা তেষট্টি।' ব্যাপারটা কি সেরকম?

কাজী মুনতাসীর মুর্শেদ (মুন)
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইটস্ ফর গার্লস

বহুজাতিক কোম্পানির বহুল প্রচারিত একটি সাবান ব্যবহারের জন্য বাসায় আনার পর আমার সাড়ে তিন বছরের ছেলে আমাকে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করছে- বাবা এটা কার জন্য এনেছ? আমি এ সাবান ব্যবহার করবো শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল- বাবা এ সাবান তো তোমার জন্য নয়, টিভি বিজ্ঞাপন দেখো না! 'ইটস ফর গার্লস'।

রিয়াজ আল কাওছার
গোড়ান, ঢাকা

সাংবাদিক ও উকিল

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরগুনা জেলার সদর শহরের চরকলোনির একজন ভুয়া উকিল ও ভুয়া সাংবাদিকের দাপটে শহরবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিসলু উকিল যিনি এলএলবির ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে ১২ বছর ওকালতি করেছেন ও এক অসাধু বিচারকের সঙ্গে দহরম মহরম, বেশ মালকড়িও কামিয়েছেন, সদরে বানিয়েছেন আলিশান বাড়ি। গত বছর বার সমিতি তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ভুয়া সার্টিফিকেট ধরা পড়ায় এবং তা প্রমাণিত হওয়ায়। বর্তমানে তিনি শহরের তথাকথিত হলুদ সাংবাদিক মোঃ খোকনকে নিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার নাম 'ভাটিয়ালি'। নাম পত্রিকা, কাজ চাঁদাবাজি। শহরের ব্যবসায়ী প্রবাসীর পরিবার, ব্যাংকার, ঠিকাদার সবার কাছে চাঁদা দাবি করেন, না দিলে পত্রিকায় উল্টাসিধা লিখে ব্ল্যাকমেইল করেন। তাছাড়া চরকলোনিতে অবৈধ ভ্রাম্যমাণ পতিতাবৃত্তি ও মদের আড্ডা কিসলু উকিল ও খোকনের ছত্রছায়ায় চলে। যার জন্য এদেরকে এলাকাবাসী সামাজিকভাবে বয়কট করেছেন।

আখতারুজ্জামান খান লিটন
হারফর্ট, জার্মানি

দুঃখজনক

৮ সেপ্টেম্বর পুলিশ আন্দোলনরত বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের নির্বিচারে পিটিয়েছে। তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি অনশনরত ছাত্রছাত্রীরাও। পুলিশের দোসর হয়েছে এ কাজে যারা তারা হলো ছাত্রদল আর ছাত্রশিবির। বুয়েটের এ ঘটনার প্রায় মাস দেড়েক আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলেও পুলিশ একই ঘটনা ঘটিয়েছিলো। তারা মধ্যরাতে মেয়েদের এই হলে ঢুকে নির্বিচারে বেদম পিটিয়েছে ছাত্রীদের। তারা যে ভাষা তাদের প্রতি ব্যবহার করেছে তাতে গা গুলিয়ে যায়।

অথচ এই মেয়েদের মধ্য থেকেই তো পরবর্তীতে কেউ হতে পারে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার কিংবা কাস্টমস অফিসার। সরকারের কঠোর মনোভাবের পুরো ফায়দা লুটতে চাচ্ছে বিরোধী দল। অথচ বুয়েট বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। তাই সরকারের কাছে আমরা প্রত্যাশা করবো, তারা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সদয় হবেন এবং তাদের দাবি-দাওয়া মনোযোগ দিয়ে শুনে বিষয়টি মীমাংসা করবেন।

এস এম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
nowsheer @dhaka.net

সাবাস বাংলাদেশ!

স্বাধীনতা যুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর এ যাবৎ বাংলাদেশী আমজনতা দল-মত নির্বিশেষে জাতীয়তা সংশ্লিষ্ট সবচে' নির্ভেজাল যে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়েছিলো তাদের মন পবনের নাও- তার উৎপত্তিস্থল আমাদের ক্রিকেট অঙ্গন। গত বিশ্বকাপে অভিষিক্ত হয়েই স্মর্তব্য সাফল্যস্নান করেছিলেন আমাদের ক্রিকেটার, সম্মানের শীর্ষবিন্দুতে গর্বভরে উড়েছিল বাংলার লাল-সবুজ পতাকা, আমরা অবগাহন করেছিলাম দিব্যানন্দের অশ্রুবিন্দুতে। ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর আর কোনো জয়ের হাসি হাসতে পারিনি, তবুও আমরা হতাশ নই। ক্রিকেট বাংলাদেশকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমরা আশা করি, ক্রিকেট আমাদের আরো এগিয়ে দেবে।

শামীম আনসারী সুমন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। শ্বাসকষ্ট নিয়ন্ত্রণে থাকলে প্রায় স্বাভাবিক কর্মঠ জীবন-যাপন করা সম্ভব। চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে হাঁপানি রোগীদের ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী হিসাব-নিকাশ করে চলা উচিত। ছোট বাচ্চাদের বিশেষ করে ১ সপ্তাহ থেকে ১০/১২ বছর বয়সের শিশুদের হাঁপানি অল্প বিস্তার মেডিসিন প্রয়োগ করা হলে হাঁপানি থেকে শিশুরা মুক্তি পেয়ে যায়। হাঁপানি অনেক সময় বংশগত হতে পারে। ডাক্তারের উপদেশমত যথারীতি ওষুধপত্র, ট্যাবলেট ও ইনহেলার গ্রহণ করা একান্ত দরকার। অবহেলার পরিমাণ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে অর্থাৎ মৃত্যুও অসম্ভব নয়। বেশি ঠান্ডা বেশি গরম হাঁপানি রোগ বাড়িয়ে তোলে। হাঁপানি রোগীদের সব সময় ধুলো বালি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। হাঁপানি অনেক সময় অ্যালার্জিও হতে পারে।

কবীর আহমেদ বাবু
টেকনিকো, মহাখালী, ঢাকা

শিক্ষা ব্যবস্থা

'আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না।' প্রায় ১১২ বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অপূর্ব মিল খুঁজে পাই। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস যেভাবে তৈরি করা হয়েছে সেটা ত্রুটিযুক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে, তাতে শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন না। তাছাড়া শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া দরকার। কোনো শিক্ষার্থী যখন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে তখন উদ্দেশ্য থাকে দুটি, একটা হলো শিক্ষকদের কাছ থেকে কিছু জানা ও তাদের আদর্শ অনুসরণ করা। আসলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে যদি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক পরিবর্তন সাধন করা যায়। কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা তো আমাদের সমাজেরই প্রতিফলন।

সিলকী আহমেদ (সিলকী)
শান্তিনগর, ভাসানীর গলি, ঢাকা

প্রথম পর্বের বিজয়ীরা পেয়েছেন ১৪টি পুরস্কার

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০
কুইজ প্রতিযোগিতা

শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব, শেষ পর্ব

মেগা পুরস্কার সব এ পর্বেই

জিতে নিন ফিলিপস্ ২১" কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট (৩টি), জুসার, পামটপ অর্গানাইজারসহ আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার

দেখুন ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায়

সংশোধনী

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৫ সংখ্যা ২২-এ '৫ বছরে ১৭ খুন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপানো হয়। প্রতিবেদনের এক জায়গায় বাংলাদেশ কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ওহিদুর রহমানের একটি বক্তব্য সামান্য ভিন্নভাবে ছাপা হয়েছে। আসলে বক্তব্যটি হবে- 'এটা ঠিক যে হত্যাকান্ডগুলো ঘটার পর মামলাগুলো সঠিকভাবে করা হয়নি। রাজা-অরুণ মারা যাওয়ার পর পুলিশ গণহারে আসামী করেছে। এটা অন্যায় হয়েছে এখনো তো এটাই চলছে। ফলে কোনো হত্যাকান্ডেরই সাঠিক বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না বা হবে না।'

বোর্ডের সিদ্ধান্তহীনতা

দেশের শিক্ষাখাতকে যখন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়, অথচ তখন বিগত এসএসসি পরীক্ষায় নয় বিষয়ে পাস করে কলেজে ভর্তি হওয়া দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত। দু'মাস পরেও শিক্ষাবোর্ড কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। বোর্ড বলছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কথা, মন্ত্রণালয় বলছে বোর্ডের কথা, গ্যাড়াকলে পড়েছে দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। এদের কি অটোপাস দেয়া হবে, না ফেল করা বিষয়ে পরীক্ষা দেবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মানসিকভাবে এরা ভেঙে পড়েছে। একই বিষয়ে দু'বার ফেল করে তারা এখন অসহায়। এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, বোর্ড সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত কলেজে আসা যাবে না। আবার দ্বাদশ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলে এরা মানসিকভাবে পড়াশোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এমতাবস্থায় বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

শহীদুল ইসলাম বাচ্চু, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা